৩/৮/২০০৩

দৈনিক [illegible]

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২

সম্পাদকীয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ঘাটতি

জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষা খাতে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সব দিক থেকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত (নারী-পুরুষ) প্রার্থীর অভাব নেই। তারপরও পত্রান্তরে এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেল যে, দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজারেরও বেশি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে পড়েছে। শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে এই শিক্ষক ঘাটতি সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার পর শিক্ষার্থীর অনুপাতে কমপক্ষে ২ লাখ শিক্ষকের প্রয়োজন বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানাচ্ছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের অনুমোদিত পদ আছে ১ লাখ ৬৭ হাজার। তার মধ্যে ১০ হাজার পদ শূন্য থাকায় দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মান আরো নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা নাকি নিয়মে পরিণত হয়েছে। চার বা পাঁচজন শিক্ষক আছেন এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। দেশের অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ জন করে শিক্ষক থাকেন। দুইজন শিক্ষকের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ হাজারেরও বেশি। আর ১৯টি বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। অথচ ৪ জনের কম শিক্ষক দিয়ে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঠিকমত লেখাপড়া করানো কঠিন কাজ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলে থাকেন যে, চাহিদামতো যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় না। বহুদিন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নিয়ম করা হয়েছে যে, নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের কমপক্ষে ৬০ শতাংশ মহিলা হতে হবে। মহিলাদের নিয়োগের ব্যাপারে শিক্ষাগত যোগ্যতাও কমানো হয়েছে। দেশে এত বেকার তরুণ-তরুণীর মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তর যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পায় না কেন? অন্যদিকে বহুদিন থেকে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শক্ত খুঁটির জোর কিংবা হাজার হাজার টাকা খরচ না করলে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়্যেগ পাওয়া যায় না। নিয়োগ পাওয়ার জন্য টাকা খরচের রেট নাকি দিন দিন বাড়ছে। এসব প্রতিবন্ধকতা যোগ্যতার বিচারকে কি বিকৃত করছে?

পত্রান্তরে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী শিক্ষা অধিদপ্তর জরুরিভাবে প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদগুলো পূরণের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। যত জরুরিভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হোক না কেন, কাজটিতে তিন চার মাস সময় লেগে যাবে। এতদিন সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার কি হবে? অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। যে ১০ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে পড়েছে, সেগুলো এবার যখন পূরণ করা হবে ততদিনে নতুন করে ৪/৫ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য হবে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঠিকমতো চালাতে হলে এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান দিন দিন নিচে নামছে বলে বহুদিন থেকেই অভিযোগ করা হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি তার অন্যতম কারণ। শিক্ষকের পদের সংখ্যা বাড়ানো যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানো। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অনেক অযোগ্য ব্যক্তির শিক্ষক পদ পেয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে শিক্ষকের ঘাটতি থাকলে কোনভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

কোন শিক্ষক হঠাৎ করে অবসর নেন না। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঠিকই জানে কখন কোন্ শিক্ষক অবসর নেবেন। অবসর নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষক যেন সেই পদে নিয়োগ পান তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর জন্য কোন যুগান্তকারী পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। নিয়োগ প্রক্রিয়া আগেভাগে শুরু করলেই হলো। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এ ধরনের স্থায়ী ব্যবস্থা সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকার কারণ নেই।